আমের গুটি ঝরে পড়া / Mango fruit drop

আমের গুটি ঝড়া আম গাছের একটি সাধারণ সমস্যা। আমের গুটি সৃষ্টি বা ফুল থেকে ফল গঠনের পর পরই তা ঝরে পড়তে শুরু করে এবং আম বড় হওয়ার পরও তা অব্যাহত থাকে।আমের গুটি সৃষ্টির প্রথম ৪ সপ্তাহে সবচেয়ে বেশি গুটি ঝরে পড়ে।

মুকুলে যে পরিমান গুটি আসে তার প্রায় ৫০ থেকে ৭৫ ভাগই বিভিন্ন কারণে ঝরে পড়ে:

- জাত বৈশিষ্ট্য: কোন কোন জাতে গুটি বেশি ঝড়ে যেমন - সুবর্ণ রেখা, ল্যাংড়া। ল্যাংড়া জাতে উভলিঙ্গ ফুল (সর্বোচ্চ ৭০%) বেশি হওয়ায় গুটি বেশি ধরার কারণে বেশি ঝরেও পড়ে।
- মাটিতে পুষ্টি ও রসের অভাব: মাটিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে কিংবা কিছু কিছু খাদ্য উপাদান (বিশেষত বোরণ) এর অভাব হলে গুটি ঝরে পড়ে।
- হরমোনের ভারসাম্যহীনতা : গাছের ভেতরে হরমোনের ভারসাম্যহীনতা (যা বাইরে থেকে বোঝা যায় না) দেখা দিলে কচি আম ঝড়ে পড়তে পারে।
- রোগ: অ্যানথ্রাকনোজ বা পাউডারী মিলডিউ রোগের আক্রমণ দেখা দিলে আমের গুটি ঝড়ে পড়তে পারে।
- শিলাবৃষ্টি ও ঝড়: শিলাবৃষ্টি ও কালবৈশাখী ঝড়-বাতাসেও গুটি ঝরে পড়ে।

আমের গুটি অবস্থা

গুটি ঝরে পড়া অবস্থা

কচি আম ঝরে পড়া অবস্থা

দমন ব্যবস্থাপনাঃ

- মাটিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে গুটি বাঁধার পর ১০ থেকে ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।
- রোগ আক্রমণ প্রতিরোধে ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে।পাউডারী মিলডিউ রোগের জন্য হেক্সাকোনাজল(৫ ইসি) জাতীয় ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। অ্যানথ্রাকনোজ রোগের জন্য ডাইফেনোকোনাজল (২৫০ ইসি) ০.৫মিলি/লিটার হারে অথবা কার্বেন্ডাজিম (৫০ ডব্লিউ পি) ১ মিলি/লিটার হারে প্রয়োগ করতে হবে।
- আম গাছে বোরণ সহ অন্যান্য সার সুষম মাত্রায় নিয়মিতভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।
- এ ছাড়া আম মটর দানার মতো হলেই ন্যাপথক্সি এসিটিক এসিড হরমোন যেমন: ন্যাপথালিন এসিটিক এসিড প্রতি ৪.৫ লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে স্প্রে করতে হবে। আম মার্বেল আকারের হলে একই হরমোন দ্বিতীয় বার স্প্রে করা ভাল। কড়া রোদে হরমোন স্প্রে করা যাবেনা এবং বোতলের গায়ে লিখিত নির্দেশনা ঠিকমতো মেনে চলতে হবে।

[তথ্য সূত্র;- আইপিএম প্রকল্প মাঠ নির্দেশিকা ও কৃষক মাঠ স্কুল গাইড-সেপ্টেম্বর/২০১৬; উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং]

আরও তথ্যের জন্য:
পরিচালক উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫। E-mail: dppw@dae.gov.bd
বিস্তারিত জানার জন্য আপনার নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি অফিসার অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।